সংবাদ

19 OCT 2017

কুবি উপাচার্যের বিরুদ্ধে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

শিক্ষক, শিক্ষার্থী কর্মচারীদের আন্দোলনের তৃতীয় দিন অতিবাহিত

প্রতিনিধি, কুবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আশরাফ বিভিন্ন সময়ে আর্থিক অনিয়ম ও নিয়োগে দুর্নীতি করেছেন এমন অভিযোগে ৩য় দিনের মতো কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক সমিতি ও 'অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়' নামক শিক্ষক জোট। বুধবার শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদী র‍্যালি করেছে শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা।

মানববন্ধনে শিক্ষকরা বলেন, উপাচার্য যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে তার বন্ধুর মেয়েকে ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদে নিয়োগ দিয়ে অনিয়মের চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ইংরেজি বিভাগের ওই প্রভাষক (সাবেক শিক্ষার্থী) পরীক্ষার খাতায় নাম্বার বাড়িয়ে দিতে শিক্ষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও মানববন্ধনে বক্তারা দাবি করেন, উপাচার্য নিয়োগে আত্মীয়করণের মাধ্যমে অনিয়মের নজির স্থাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণে উপাচার্য নিজে দুর্নীতি করেছেন।

মানববন্ধনে কর্মচারী পরিষদের নেতারা দাবি করেন, উপাচার্য অন্যায়ভাবে কর্মচারীদের পদোন্নতি আটকে রেখে অত্যাচার করেছেন। পদোন্নতির কথা বলায় উপাচার্য বিভিন্ন সময়ে তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং হুমকি দেন। মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আবু তাহের, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জিয়া উদ্দিন, 'অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়' মুক্ত জোটের মুখপাত্র এন. এম. রবিউল আউয়াল চৌধুরী, শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী ওমর সিদ্দিকী, শিক্ষক সমিতির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. আসাদুজ্জামান এবং পরিবহন চালক ইউনিয়নের আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

মানববন্ধনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা উপাচার্যের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিচার দাবি করে তার গ্রেফতার দাবি করেন। এছাড়াও তাকে আর কোন কাজ করতে দেয়া হবে না বলেও মানববন্ধনে শিক্ষক নেতারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। মানববন্ধন শেষে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা প্রতিবাদ র‍্যালি করে উপাচার্যের বাসভবন পর্যন্ত যান।